আবাসিক কিশোরী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসা পরিচালক গ্রেপ্তার



ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধায় কওমি মহিলা মাদ্রাসার এক আবাসিক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাসান আলী ডাক্তারকে (৬৯) গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-১৩। শনিবার (৩১ অক্টোবর) রাতে পলাশবাড়ী উপজেলার ঢোলভাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রোববার (১ নভেম্বর) দুপুরে এসআরবি-১৩-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার হাসান আলী 'দ্বীনের দিশারী মহিলা হাফেজিয়া ও কওমি মাদ্রাসা'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। মামলার এজাহার অনুযায়ী, প্রায় আট বছর আগে ওই কিশোরীকে মাদ্রাসার আবাসিক শাখায় ভর্তি করা হয়। তার বাবা-মা ঢাকায় থাকলেও নিয়মিত মেয়ের খোঁজখবর নিতেন এবং পড়াশোনার খরচ পাঠাতেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে, গত প্রায় ছয় মাস ধরে মাদ্রাসা পরিচালক ওই শিক্ষার্থীকে অনৈতিক প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। একপর্যায়ে গত ২৮ আগস্ট ভোরে মাদ্রাসার পাশের নিজ বাড়িতে ডেকে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন। ঘটনা প্রকাশ করলে হত্যা ও গুমের হুমকি দেওয়া হয়। পাশাপাশি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পরে কৌশলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ঢাকায় থাকা বাবা-মাকে বিষয়টি জানায় ওই শিক্ষার্থী। ৩১ আগস্ট তারা মাদ্রাসায় গিয়ে মেয়ের কাছ থেকে বিস্তারিত শোনেন। পরদিন ১ সেপ্টেম্বর গাইবান্ধা সদর থানায় ধর্ষণের মামলা করেন।

মামলার পর থেকে পলাতক ছিলেন অভিযুক্ত পরিচালক। তাকে গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা নজরদারি চালানোর পর শনিবার রাতে পলাশবাড়ীর ঢোলভাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে শ্যামলী ট্রাভেলসের কাউন্টারের সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

গ্রেপ্তারের পর হাসান আলীকে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এসআরবি-১৩।